যায়যায়দিন

তারিখ 3 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

সখীপুরে ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

সখীপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান চলছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী ঝুঁকি নিয়ে লেখাপড়া করছে। এ নিয়ে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সখীপুর উপজেলার ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫টি পাকা ভবন ২ বছর আগেই স্থানীয় প্রকৌশল বিভাগ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এসব বিদ্যালয় হচ্ছে- তৈলধারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সবুজ বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিবিসি বর্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বৈলারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবরাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারিবাইদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইছানিখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট পাথার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালমেঘা উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খালিয়ার বাইদ রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাজী আজাহার আলী রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ ঘোনারচালা রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়।

দক্ষিণ ঘোনারচালা রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনো সময় ভবনটি ধসে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র লিমন জানায়, আকাশে মেঘ হলে বাড়ি ফিরে যায়। অতিরিক্ত ভবন না থাকায় বাধ্য হয়েই ভবনে ক্লাস করতে হচ্ছে। নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরো ভয়াবহ। প্রধান শিক্ষক লাইলী আক্তার জানান, সাভারে ভবনধসের ঘটনার পর থেকে কোনো ছাত্রছাত্রী ভবনে ক্লাস করতে চাচ্ছে না। অনেক বলে-কয়ে তাদের ক্লাস করানো হচ্ছে।

উপজেলার হাতীবান্ধা ইউনিয়নের বিবিসি বর্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা ইতোমধ্যে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না বলে হুমকি দিয়ে গেছেন। বিদ্যালয়ের অভিভাবক মোক্তার হোসেন জানান, প্রতি ঋতুতে বেশি ভয় হয়।

সখীপুর উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী আবদুল গফুর মিয়া জানান, উপজেলার ১৫টি বিদ্যালয় ভবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ভবনে ক্লাস না নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল হক জানান, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে ক্লাস না নেয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ ১৫ বিদ্যালয়ের তালিকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।